ত্রিপুরার উচ্চ আদালত

আগরতলা

WP(C) 579 of 2019

শ্রী লিটন শীল, পিতা - মৃত গীতা রানী শীল (মা) এবং
মৃত গোপাল চন্দ্র শীল(পিতা), সাং : স্কুল টিল্লা,
ওয়ার্ড নং : ৫, পানিসাগর, নগর পঞ্চায়েত,
পোঃ: পানিসাগর, উঃ ত্রিপুরা ..... বাদীপক্ষ/গণ

ব না ম

ত্রিপুরা রাষ্ট্র এবং অন্য ..... বিবাদীপক্ষ/গণ

বাদী(দের) পক্ষে:	শ্রী আর.পুরকায়স্থ, আইনজীবী
বিবাদী(দের) পক্ষে:	শ্রী দেবালয় ভট্টাচার্য, সরকার পক্ষের আইনজীবী

প্রধান বিচারপতি: শ্রী অখিল কুরেশি মহাশয়

শুনানি ও রায় এবং আদেশ প্রদানের তারিখ: ২০ ই ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং

রায় ও আদেশ (মৌখিক)

১. আবেদনটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের শোনা হল।

২. আবেদনকারী জনৈক গীতা রানী শীলের পুত্র। তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে গ্রুপ ডি কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি ১৩.০৫.২০১৫ ইং তারিখে মারা যান। আবেদনকারী ০৫.০৫.২০১৬ ইং তারিখে সহানুভূতিশীলমূলক নিয়োগের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আবেদনটি বিবেচনা করা হয়নি। অবশেষে, ০৭.০৩.২০১৯ ইং তারিখে চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দফতর আবেদনকারীকে জানায় যে আবেদনকারীর ভাই শ্রী সুধাংশু শীল কর্তৃক কোনও অনাপত্তি সংশা পত্র পেশ করা হয়নি। মৃত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারীর ছেলে হওয়ার দরুন, সুধাংশু শীল কর্তৃক দাখিলী অনাপত্তি সংশা পত্র অনিবার্য।

৩. নথিতে দেখা যায় যে, মৃত সরকারি কর্মচারীর দুই ছেলে এবং একটি বিবাহিত মেয়ে আছে। আবেদনকারীর মামলা হল এই যে, তার ভাই মৃত কর্মচারীর পরিবার থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন, সে তার পরিবারের সহিত আলাদা বসবাস করে, এবং আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। তাই তিনি এই ধরণের কোন অনাপত্তি সংশা পত্র প্রদান করতে রাজি নন, তাছাড়া, তিনি নিজেও কখনো সহানুভূতিশীল মূলক নিয়োগের জন্য আবেদন করেননি, যা দর্শায় যে তিনি নিজের জন্যও এই ধরণের কোন

নিয়োগে আগ্রহী নন।

৪. ত্রিপুরা সরকারের কর্তৃক ২৬.১২.২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অধীনে প্রণীত ডাই-ইন-হার্নেস প্রকল্পের অধীনে আবেদনপত্রের বিভিন্ন প্রকরণ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত প্রকল্পের ১৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সংযুক্তি II তে মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবারের অন্য সদস্যগনদের দ্বারা জমা দেয়ার অনাপত্তি সংশা পত্রের প্রকরণ দেওয়া আছে। এমতে, নিঃসন্দেহে এই প্রকল্পের অধীনে ইহা আবশ্যক যে যদি মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবারে একাধিক যোগ্য সদস্য থাকে, তখন তাদের মধ্যে একজনের দ্বারা সহানুভূতিশীলমূলক নিয়োগের জন্য দাখিলকৃত আবেদন পত্রের সহিত পরিবারের বাকি নির্ভরশীল ও যোগ্য সদস্যগণ কর্তৃক অনাপত্তি সংশাপত্র জমা দিতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তা টি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয়, যেহেতু এটি সর্ব প্রকারের স্বার্থের দ্বন্ধের অবসান ঘটায় এবং পরিবারের একজন নির্ভরশীল সদস্যের দ্বারা অন্য সদস্যদের অবগত না করে সহানুভূতিশীল মূলক নিয়োগের খোঁজ এবং সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনাকে দূর করবে। যাইহোক, এই প্রয়োজনটি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না। এমন অনেক পরিস্থিতি এবং অবস্থা আসতে পারে যাহাতে মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবারের নির্ভরশীল আবেদনকারী সদস্যের পক্ষে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ধরনের অনাপত্তি সংশাপত্র পেশ করা সম্ভব নাও হতে পারে। উক্ত পরিস্থিতিতে এমন একটি অবস্থাও হতে পারে যেখানে, উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। আরেকটি পরিস্থিতিও হতে পারে যেখানে, সরকারী কর্মচারীর দুই বা ততোধিক নির্ভরশীল সদস্য সহানুভূতিশীলমূলক নিয়োগে আগ্রহী হতে পারে। এই ধরনের বিতর্কিত দাবি উঠে আসলে সরকারের কর্তব্য হবে কিছু ন্যায্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাথমিক গুরুত্ব নির্ধারণ করা। তথাপি, বর্তমান ক্ষেত্রে, আমাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি পরখ করে দেখার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আবেদনকারীর ভাই নিজের জন্য সহানুভূতিশীলমূলক নিয়োগের জন্য কোন আগ্রহ দেখায়নি। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এই আদালতের নোটিশ প্রেরণ করার সত্ত্বেও তিনি এই আবেদনে অংশগ্রহণ করেননি।

৫. এমনতাবস্থায়, বিবাদী পক্ষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে কোন অনাপত্তি সংশা পত্র প্রাপ্ত করার উপর জোর না দিয়ে আবেদনকারীর সহানুভূতিশীলমূলক নিয়োগের জন্য করা আবেদনটি বিবেচনা করবে। সিদ্ধান্ত আজকের থেকে ৩(তিন) মাস সময়কালের মধ্যে গুনাগুনের ভিত্তিতে নেওয়া হবে এবং আবেদনকারীদের অবগত করা হবে।

৬. সেই অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

(শ্রী অখিল কুরেশি মহাশয়) প্রধান বিচারপতি

দায়বর্জন(Disclaimer)

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।